যুগান্তর

4 MAY 2017

নর্দান ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি খুলনা

বাইরে ফিটফাট ভেতরে সদরঘাট

খুলনা ব্যুরো

নগরীর শিববাড়ি মোড়ের একটি বহুতল ভবনে ২০০৪ সালে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের (এনইউবি) খুলনা ক্যাম্পাসের যাত্রা শুরু হয়। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা ক্যাম্পাস বন্ধের নির্দেশনার পর খুলনার শাখা ক্যাম্পাসটির কর্তৃপক্ষ শাখা ক্যাম্পাসটিকে বাদ দিয়ে নতুন নাম সংযোজন করে একটি পূর্ণাঙ্গ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় করার জন্য তদবির শুরু করে। অবশেষে অনেক তদবিরের পর ২০১৫ সালের ২৯ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন অনুমোদন দেয় 'নর্দান ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি খুলনা (এনইউবিটিকে) নামে। ২০১৬ সালের ৯ জানুয়ারি এনইউবিটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। অনুমোদনের পর থেকে পর্যাপ্ত কক্ষের অভাব, পুরনো আসবাবপত্র ব্যবহার, আর্থিক কমিটির বৈঠক বা বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাবও দেয় না এনইউবিটিকে।

সরেজমিন দেখা যায়, নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের খ্যাতিকে পুঁজি করে শিক্ষার্থী ভর্তির প্রতিযোগিতায় নেমে পড়ে এনইউবিটিকে। ক্যাম্পাসটিতে প্রবেশের মুখে রয়েছে বিশালাকার একটি এ্যাপেক্স জুতার শো'রুম। ভবনটির ৬ষ্ঠ তলায় রয়েছে বেসরকারি মোবাইল ফোন কোম্পানি বাংলালিংকের সুইচ রুম। দু'তলায় শিক্ষকদের জন্য ছোট ছোট কক্ষ। একই ফ্লোরে অবস্থিত লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখা যায়, চেয়ারগুলোর গায়ে এখনও 'এনইউবি' লেখা রয়েছে। পঞ্চম তলায় পদার্থ ও রসায়ন ল্যাবের কক্ষের মধ্যে রয়েছে সারিবদ্ধ বেঞ্চ। সেখানে শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেয়া হয়। একই অবস্থা স্থাপত্য বিভাগ ও ইংরেজি বিভাগের। একটি কক্ষের সামনে একটি ডিজিটাল ব্যানারে বিভাগের নাম দিয়ে ভেতরে চলছে শিক্ষার্থীদের ক্লাস। যেন এক একটি কক্ষই একটি বিভাগের জন্য বরাদ্দ। এনইউবিটিকের সিএসই ১ম সেমিস্টারের ছাত্র ফারহান জামান ও মো. আলামিন যুগান্তরকে বলেন, শুনেছি ভবনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের। তবে এটাও শুনেছি বাইপাসের পাশে জমি কেনা হয়েছে স্থায়ী ক্যাম্পাসের জন্য। এনইউবিটিকের রেজিস্ট্রার আবদুর রউফ যুগান্তরকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়টি সম্প্রতি অনুমোদন পেয়েছে। ৭ বছর সময় পাব স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য। আমরা বাইপাস সড়কে ১ একর ৯০ শতক জমি কিনেছি। এ্যাপেক্সের শোরুমটি ঈদের পর চলে যাবে।

ইউজিসি চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান যুগান্তরকে বলেন, এনইউবিটিকেসহ অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক কমিটির বৈঠক হয় না। এমনকি ইউজিসিকেও আয়-ব্যয়ের হিসাব পাঠায় না। বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাকে দিয়ে অডিট করায় না। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে জানানো হয়েছে, তারা ব্যবস্থা নেবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
একাডেমিক কর্মকর্তা	
পি. এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে